কলকাতা উচ্চ আদালত
দেওয়ানি আপিল এখতিয়ার
(আপিল বিভাগ)

২০২২-এর এম. এ. টি. ৮৯০
সহ
আই. এ. নং সিএএন/১/২০২২
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন
বনাম
ডঃ শক্তিলাল চৌধুরী ও অন্যান্যরা

উপস্থিতঃ **মাননীয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**
এবং
মাননীয় বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়

আপিলকারীদের জন্য/রাজ্য: শ্রী অমল কুমার সেন, বিজ্ঞ এ. জি. পি.
শ্রী লাল মোহন বসু, উকিল

দমদমের পৌরসভার জন্যঃ শ্রী অমলেশ রায়, উকিল
শ্রীমতী মৌসুমী ভোওয়াল, উকিল

উত্তরদাতার নং ১ পক্ষে উকিলঃ শ্রী সপ্তর্ষি রায়, উকিল
শ্রী সিদ্ধার্থ রায়, উকিল
শ্রী অর্ক দিপ্ত সেনগুপ্ত, উকিল
শ্রীমতী কাকলী দাস চক্রবর্তী, উকিল

বিচারঃ **১৩.১০.২০২৩**

বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি:-

১. এই আপিলটি ২৩শে মার্চ, ২০২২ তারিখের একটি রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, যার মাধ্যমে ১ নং উত্তরদাতার রিট পিটিশনটি এখানে ডব্লিউ. পি. এ ২০১৬ সালের ৪২৫৯, এই আদালতের একজন বিদ্বান বিচারক দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

২. উত্তরদাতা নং ১/রিট আবেদনকারীকে অস্থায়ীভাবে দমদম পৌরসভায় আবাসিক মেডিকেল অফিসার (সংক্ষেপে আর. এম. ও) পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল, ৬ই জুন, ১৯৯৮ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, ৬ মাসের জন্য প্রবেশন দেওয়া হয়েছিল। তাকে ২,২০০/- ৪,০০০/- টাকার বেতনের স্কেলে রাখা হয়েছিল। ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখের একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে, পৌরসভা রিট আবেদনকারীর আর. এম. ও হিসাবে চাকরির বিষয়টি নিশ্চিত করে, যা ১৯৯৮ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়, বেতনের স্কেলে যা তিনি ছিলেন।

৩. রিট আবেদনকারী ৩১শে আগস্ট, ২০১০৫ তারিখে অবসর গ্রহণের পর চাকরি থেকে অবসর নেন। ৪। রিট আবেদনকারীর পেনশন সংক্রান্ত সুবিধার দাবি অবশ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

৪. তবে, রাজ্য কর্তৃপক্ষ রিট আবেদনকারীর পেনশন সুবিধার দাবি এই যুক্তিতে খারিজ করে দেয় যে তাকে কোনও অনুমোদিত পদে নিযুক্ত করা হয়নি। তার নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন নেওয়া হয়নি।

৫. এটি রিট আবেদনকারীকে ২০১৬ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৪২৫৯ দাখিল করে রিট আদালতে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। ২০০৭ সালের এম. এ. টি ৭০৪-এ (চেয়ারম্যান, দমদম পৌরসভা এবং অন্যান্যরা বনাম ড. দেবরঞ্জন বিশ্বাস এবং আরেকজন) গৃহীত ২০০৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করে ২০১৬ সালের ১০ই নভেম্বর একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে একজন বিদ্বান একক বিচারক রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেন। বিদ্বান বিচারক রাজ্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন আবেদনকারীর অবসরকালীন সুবিধাগুলি প্রকাশ করুন।

৬. রাজ্য বিবাদীরা ২০১৭ সালের M.A.T 588 অনুসারে এই আদেশ আপিলের জন্য গ্রহণ করে। ডিভিশন বেঞ্চ ২৭ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের একটি রায় এবং আদেশের মাধ্যমে আপিল নিষ্পত্তি করে, বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশ বাতিল করে দেয় এই কারণে যে ডঃ দেব রঞ্জন বিশ্বাসের মামলাটি রিট আবেদনকারীর মামলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। হলফনামা বিনিময়ের পর, বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা রিট আবেদনটি পুনরায় শুনানির জন্য স্থগিত করা হয়।

৭. বিজ্ঞ একক বিচারকের কাছে এবং আমাদের সামনেও রাষ্ট্রের তরফ থেকে যে মূল কথাটি অনুরোধ করা হয়েছিল তা হ'ল রিট আবেদনকারীর নিয়োগ অনুমোদিত পদে ছিল না।

৮. রিট আবেদনকারী ১৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের একটি সরকারী আদেশের উপর নির্ভর করেছিলেন, যার মাধ্যমে ৭ মে, ২০০৯ তারিখের একটি পূর্ববর্তী সরকারী আদেশ সংশোধন করা হয়েছিল। উল্লিখিত দুটি সরকারি আদেশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:-

"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পৌর বিষয়ক বিভাগ
রাইটার্স নির্মাণ, কলকাতা
আদেশ

নং ২০৭/এমএ/ও/সি-৪/১এ-৭/২০০০ তারিখ, কলকাতা, মে মাসের ৭ম দিন, ২০০৯

যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে ১৪ জুলাই, ১৯৯৪ থেকে ১৫ অক্টোবর, ২০০০ (এরপরে পূর্বোক্ত সময়কাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সময়কালের মধ্যে বেশ কয়েকটি পৌরসভায় ৩৮০-৯১০/- টাকা বেতন স্কেল, যা সংশোধিত হয়ে ৪০০০-৮৮৫০/- টাকা এবং তার কম ছিল, অনুমোদিত শূন্যপদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিয়োগ/পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল;

এবং যেহেতু রাজ্য সরকারের অনুমোদনের অভাবে পৌরসভাগুলি পেনশন / অবসরকালিন ভাতা মামলাগুলি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের;

এবং যেখানে স্থানীয় সংস্থা অধিদপ্তর দ্বারা এই ধরনের মামলাগুলির প্রক্রিয়াকরণ, এই বিভাগের অনুমোদনের সাথে, যথেষ্ট সময় নেয়;

এখন, রাজ্যপাল, সমস্ত মুলতুবি মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য, পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সংস্থাগুলির ডিরেক্টরকে পৌরসভাগুলির দ্বারা অনুমোদিত নিয়োগ/পদোন্নতির কার্যতঃ অনুমোদনের পরে অনুমোদিত শূন্যপদের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। যথাযথ পরীক্ষা/তদন্তের পরে মামলার ভিত্তিতে পূর্বোক্ত সময়কাল।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পৌর বিষয়ক বিভাগ
রাইটার্স নির্মাণ, কলকাতা
আদেশ

নং ৪২২/এমএ/ও/সি-৪/১এ-৭/২০০০ তারিখ, কলকাতা, ১৯শে আগস্ট, ২০০৯

রাজ্যপাল এতদ্বারা ৭ই মে তারিখের এই বিভাগের আদেশ নং ২০৭/এমএ/ও/সি-৪/১এ-৭/২০০০-এর নিম্নলিখিত সংশোধনী করতে ইচ্ছুক, ২০০৯ (এরপরে উক্ত ক্রম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।)

সংশোধনী

উক্ত আদেশে-

১] শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বেতনের স্কেল টাকা. ৩৮০-৯১০-সংশোধিত থেকে ৪০০০-৮৮৫০-এবং শব্দের নীচে বেতনের স্কেল টাকা. ৩৮০-৯১০-সংশোধিত থেকে ৪০০০-৮৮৫০-বেতনের স্কেল টাকা. ২৪৫- ৪৫৫/- যেহেতু সংশোধিত হয়েছে. ২৮৫০-৪৮৮০-প্রতিস্থাপন করা হবে।

২] শেষ অনুচ্ছেদের পরে নিম্নলিখিত নতুন অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হবে।

রাজ্যপাল আরও নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী বেতন স্কেল ২৩০-৪১৪/- টাকা থেকে ২৭০০-৪৪০০/- টাকা পর্যন্ত সংশোধিত হয়ে ২৬০০-৪১৫০/- টাকা পর্যন্ত (এখন থেকে উল্লিখিত বেতন স্কেল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়োগ/পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। অথবা যেসব ক্ষেত্রে পৌরসভার কাউন্সিলরদের বোর্ড কর্তৃক পূর্ববর্তী বেতন স্কেল ধারণকারী অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ/পদোন্নতির জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে সরকারের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে।"

৯, রিট আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু তিনি ১লা জুন, ১৯৯৮-এ নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি উপরোক্ত দুটি সরকারী আদেশ দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছাদিত ছিলেন। অন্য কথায়, তাঁর নিয়োগ কার্য-পরবর্তী প্রাপ্ত বলে মনে করা হবে সরকারের অনুমোদন।

১০. পক্ষগুলির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বিষয়গুলি নোট করার পরে, বিজ্ঞ একক বিচারক নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ রিট পিটিশনের নিষ্পত্তি করেছেনঃ-

"দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করে এটি এই আদালতে প্রতীয়মান হয় যে ১৯শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখের আদেশটি

২০০৯ সালের ৭ই মে তারিখের পূর্ববর্তী আদেশ সংশোধন করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত রাজ্য-উত্তরদাতাদের দ্বারা আবেদনকারীর নিয়োগের বিষয়টি নির্ধারণ করার সময় আবেদনকারীর সহায়তায় আসে। যেহেতু, আবেদনকারীর নিয়োগের তারিখ ১লা জুন, ১৯৯৮ এবং তাকে ২,২০০/--৪,০০০/- টাকার বেতনের স্কেলে রাখা হয়েছিল, তাই এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে ১৯শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখে আবেদনকারীর নিয়োগের বিরুদ্ধে অনুমোদনের বিষয়টি নির্ধারণ করার সময় উক্ত আর. এম. ও-এর পদে আবেদনকারীর নিয়োগের বিরুদ্ধে অনুমোদনের বিষয়টি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই।

উপরে উল্লিখিত তথ্যের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণে এটিও এই আদালতের নোটিশ এড়াতে পারে না যে আবেদনকারীর নিয়োগের তারিখ থেকে তাকে নিয়মিত বেতন স্কেলে রাখা হয়েছিল এবং তার বেতনের স্কেল পর্যায়ক্রমে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল পৌরসভার অনুমোদিত কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত নিয়ম।

এছাড়াও আবেদনকারীর মেয়াদকালে কোনও সময়েই তাঁকে জানানো হয়নি যে তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যা সংশ্লিষ্ট রাজ্য-উত্তরদাতাদের দ্বারা অনুমোদিত নয় কারণ তাঁর নিয়োগ অনুমোদিত পদের বিরুদ্ধে ছিল না; অতএব রিট আবেদনকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই আদালতে প্রতীয়মান হয় যে তাঁর পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব ছিল না যে তিনি মূল ভিত্তিতে অনুমোদিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না।

উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত আবেদনকারীর পেনশন মামলা প্রক্রিয়া করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পরে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য তাঁর সমস্ত অবসরকালীন বকেয়া মঞ্জুর করার জন্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করে এবং সেই অনুযায়ী পেনশন প্রদানের আদেশ জারি করে। আবেদনকারীর পেনশন মামলা নিষ্পত্তি করার সময় সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীর পক্ষে, যদি প্রয়োজন হয়, পোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদন জারি করার এবং ১২ সময়ের মধ্যে পেনশন সহ অবসরকালীন বকেয়া ছাড় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ১২(বারো) সপ্তাহ।"

১১. ক্ষুব্ধ হয়ে রাজ্য আপিল করেছে।

১২. রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত হয়ে, বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী অমল কুমার সেন যুক্তি দেন যে, ১৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশ দ্বারা সংশোধিত ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশ রিট আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, প্রথমত, কারণ রিট আবেদনকারীর প্রাথমিক বেতন স্কেল উক্ত সরকারি আদেশে উল্লেখিত বেতনের চেয়ে অনেক বেশি ছিল; এবং দ্বিতীয়ত, কারণ রিট আবেদনকারীর নিয়োগ অনুমোদিত পদে ছিল না। অতএব, রিট আবেদনকারীর নিয়োগের জন্য কার্যত-পরবর্তী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা যাবে না।

১৩. পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ৫৩(১) উল্লেখ করে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে একটি পৌরসভায় কেবলমাত্র একজন মেডিকেল অফিসার থাকতে পারে। রিট আবেদনকারীর আরএমও হিসেবে নিয়োগের তারিখে, ডাঃ দেব রঞ্জন মেডিকেল অফিসার ছিলেন। অতএব, এটা বলা যাবে না যে রিট আবেদনকারীকে কোনও অনুমোদিত শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়েছিল।

১৪. বিজ্ঞ আইনজীবী **রাজস্থান রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম দয়া লাল ও অন্যান্যদের** ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, **(২০১১) ২ এসসিসি ৪২৯ এ** রিপোর্ট করা হয়েছে এবং তার দাখিলের সমর্থনে উল্লিখিত রায়ের বিশেষ অনুচ্ছেদ ১২ যে উচ্চ আদালত, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিয়মিতকরণ, শোষণ বা স্থায়ীভাবে অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশ জারি করবে না, যদি না নিয়মিতকরণের দাবিকারী কর্মচারীদেরকে একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত নিয়োগের জন্য নিয়োগ করা হয়, অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে। এমনকি দীর্ঘ সংখ্যক বছরের জন্য অস্থায়ী, অ্যাডহক বা দৈনিক মজুরি পরিষেবা, এক বা দুই বছরের জন্য পরিষেবা ছেড়ে দিন, এই জাতীয় কর্মচারীকে নিয়মিতকরণের দাবি করার অধিকারী হবে না, যদি তিনি একটি অনুমোদিত পদের বিরুদ্ধে কাজ না করেন। সহানুভূতি এবং অনুভূতি আইনগত অধিকারের অনুপস্থিতিতে নিয়মিতকরণের কোনও আদেশ পাসের কারণ হতে পারে না।

১৫. বিজ্ঞ আইনজীবী **কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম এমএল কেসারি এবং অন্যান্যরা (২০১০) ৯ এস. সি. সি. ২৪৭-এ** ক্ষেত্রে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছিলেন এবং বিশেষ করে রিপোর্ট করা রায়ের ৭ অনুচ্ছেদে, কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম. এল. কেশরী ও অন্যান্যের ক্ষেত্রে, তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে, যে কোনও কর্মচারীর নিয়মিতকরণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যখন এই ধরনের কর্মচারীর নিয়োগ অবৈধ হওয়া উচিত নয়, এমনকি অনিয়মিত হলেও। যেখানে অনুমোদিত পদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হয় না বা অব্যাহত থাকে না বা যেখানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকারী না হয়, সেখানে নিয়োগগুলি অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। তবে যেখানে নিযুক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ছিল সেখানে নিয়োগগুলি অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।যোগ্যতা এবং অনুমোদিত পদের বিরুদ্ধে কাজ করছিল, কিন্তু

ছিল উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ছাড়াই নির্বাচিত, যেমন নিয়োগগুলি অনিয়মিত বলে মনে করা হয়।

১৬. অবশেষে, শ্রী সেন **২০১৯ সালের এমএটি ১৬৭১ (কলকাতা রাজ্য পরিবহণ নিগম ও অন্যান্যরা বনাম কলকাতা রাজ্য পরিবহণ নিগম)**-এ ১১ই মার্চ, ২০২১ তারিখে প্রদত্ত একটি সমন্বিত বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। বিমল চন্দ্র রায় ও অন্যান্যরা) এবং বিশেষ করে রায়ের ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদে তাঁর এই বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য যে, যথাযথ প্রক্রিয়া বা সে সম্পর্কিত নিয়ম অনুসরণ না করে করা নিয়োগগুলি নিয়োগকারীদের কোনও অধিকার প্রদান করে না এবং আদালত তাদের শোষণ, নিয়মিতকরণ বা পুনরায় নিযুক্তির নির্দেশ দিতে পারে না বা তাদের পরিষেবা স্থায়ী করতে পারে না এবং সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করে হাইকোর্টের শোষণ, নিয়মিতকরণ বা স্থায়ীভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা উচিত নয় যদি না সাংবিধানিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে নিয়োগ করা না হয় এবং আদালতগুলিকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে তাদের এই অনুরোধের সুবিধার্থে ঋণ দেওয়া উচিত নয়। সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ আদেশকে উপেক্ষা করা।

১৭. বিবাদী/রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে, বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সপ্তর্ষি রায় দাখিল করেন যে, ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশ, যা ১৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশ দ্বারা সংশোধিত, রিট আবেদনকারীর মামলাটিকে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, তার নিয়োগকে কার্যত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। অতএব, রিট আবেদনকারীর পেনশন সুবিধা প্রদান না করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

১৮. বিদ্বান পরামর্শদাতার বিকল্প যুক্তি ছিল ধারা ৫৩ (৩) পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩-এর এবং (৪), যেমনটি

২০০২ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৬ দ্বারা উপ-ধারা ৪-এর সংশোধনী, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই কোনও পৌরসভার কাউন্সিলর বোর্ডকে কোনও অফিসার বা অন্যান্য কর্মচারীর পদ তৈরি করার অনুমতি দেয়, যদি এক বছরে এইভাবে তৈরি করা পদের সংখ্যা তৎক্ষণাৎ পূর্ববর্তী বছরে বিদ্যমান অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের অনুমোদিত পদের মোট সংখ্যার এক শতাংশের বেশি না হয়। ১৯৯৩ সালের আইনের ৫৩ ধারার ৩ এবং ৪ উপ-ধারা বের করা সহায়ক হবে, যেমন তারা পড়েছিল ২০০২ সালের সংশোধনীর আগে ;-

"(৩) প্রতিটি পৌরসভার জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানের আকার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী এবং রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে নির্ধারণ করতে পারে এমন বেতন স্কেল সহ প্রতিটি পৌরসভার কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিভাগ বা পদবি সাপেক্ষে কাউন্সিলার বোর্ড কোনও পৌরসভায় উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আধিকারিক ব্যতীত অন্য কোন আধিকারিক ও কর্মচারীদের প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে পারে, এই ধরনের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের পদ তৈরি করতে পারে এবং এই ধরনের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারীরা আধিকারিকদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করতে পারে।

৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পৌর প্রতিষ্ঠানের আকার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী সাপেক্ষে, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনও পুরসভার কাউন্সিলর পর্ষদ দ্বারা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোনও কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মচারীর পদ তৈরি করা হবে না, যদি একটি পৌরসভার জন্য এক বছরে তৈরি করা পদের সংখ্যা অবিলম্বে আগের বছরে বিদ্যমান কর্মকর্তা এবং অন্যান্য

কর্মচারীদের মোট অনুমোদিত পদের এক শতাংশের বেশি হয়।

১৯. শ্রী রায় বলেন যে, ২০২৩ সালের ৬ই জানুয়ারি দমদম পৌরসভার পক্ষ থেকে যে হলফনামা দেওয়া হয়েছিল, তাতে দেখা যাবে যে, '১.৭.১৯৯৮' অনুযায়ী দমদম পৌরসভায় ৩৪১টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। এই পদগুলির মধ্যে ১৯৯৩ সালের আইনের ৫৩ ধারার ১ম উপ-ধারায় উল্লিখিত আধিকারিকদের দ্বারা সাতটি পদ পূরণ করা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে পৌরসভার কাউন্সিল বোর্ড কর্তৃক মাত্র তিনজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল, যা ৩৪১ ধারার ১ শতাংশের কম ছিল। তাই রিট আবেদনকারী নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন ছিল না। ফলস্বরূপ, তাঁর পুনর্বিচারের সুবিধা 'পি' হতে পারে না।

২০. শ্রী রায় রানাঘাট মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে আদালতের একজন বিজ্ঞ একক বিচারপতির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন, যা (২০০৩) ৪ সিএইচএন ৫৫-এ এবং বিশেষত এর ৫ নং অনুচ্ছেদে প্রতিবেদন করা হয়েছে যেখানে বিদ্বান বিচারক অস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ১৯৯৩ সালের আইনের ৫৩ (৪) ধারা একটি পৌরসভাকে সীমিত সংখ্যক পদ তৈরি করার অনুমতি দেয় সরকারের অনুমোদন ছাড়াই।

২১। (২০১৯) ১ সিএইচএন ৬৮৪-এ রিপোর্ট করা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম তাপস চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা-এর মামলায় এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপরও শিক্ষিত কৌঁসুলি নির্ভর করেছিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত রায় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নাও হতে পারে বর্তমান আপিলে।

২২. পৌরসভার পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অমলেশ রায় ২০২৩ সালের ৬ই জানুয়ারি পৌরসভার হলফনামার কিছু অনুচ্ছেদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কয়েকটি অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করা সহায়ক হবে উক্ত হলফনামা থেকেঃ-

> "৬. (গ) উক্ত তালিকা যাচাই-বাছাই করে দেখা যায় যে, ০১.০৭.১৯৯৮ অনুযায়ী দমদম পৌরসভায় ৩৪১টি অনুমোদিত পদ (১৩৯+২০২) ছিল। ৩৪১টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ৭টি অনুমোদিত পদ ৫৩ ধারার উপ-ধারা ১-এ উল্লিখিত আধিকারিকদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছিল উক্ত আইনে, ১৯৯৩।

৭ (ক). আমি বলতে চাই যে, আবাসিক চিকিৎসা আধিকারিক/চিকিৎসা আধিকারিক/ডেন্টাল সার্জন/আবাসিক চিকিৎসকদের নাম তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে কেস যা নিম্নরূপঃ-

দমদম পৌরসভা

ক্রম নং	কর্মীদের নাম	পদমর্যাদা	নিয়োগের তারিখ	মন্তব্য
১	ডঃ বিধান চন্দ্র মন্ডল	আর.এম.ও	০৪.১০.১৯৯১	
২	ডঃ অমিতেশ সরকার	আর. এম. ও	০১.০৭.১৯৯১	৩১.০৭.২০২২ (অবসরপ্রাপ্ত)
৩	শ্রীমতী পূর্ণিমাবিশ্বাস, প্রয়াত ডঃ নিত্য গোপাল বিশ্বাস -এর স্ত্রী	এম. ও.	০১.০৩.১৯৯৪	২৯.০৭.২০১৬ (মেয়াদ শেষ)
৪	ডঃ রফিকুল	আর. এম. ও	০১.০৩.১৯৯৪	৩১.০৭.২০১৬ (অবসরপ্রাপ্ত)
৫	ডঃ শুভজিৎভট্টাচার্জি	ডেন্টাল সার্জন		

৬	ডঃঅম্লান কান্তি মজুমদার	আর.এম.ও	০১.১১.১৯৯৪	
৭	ডঃঅসিত রঞ্জন কুন্ডু	আর.এম.ও	০১.০৯.১৯৯৮	
৮	ডঃ প্রিয়দর্শী সরকার	আর.এম.ও	০৩.০৯.১৯৯৮	
৯	ডঃসুখেন্দু ভৌমিক	আর.এম.ও	১৫.০১.১৯৯৪	
১০	ডঃআনন্দ বাগচী	আবাসিক চিকিৎসক	০১.০৩.১৯৮৮	সি.পি.এফ
১১	ডঃ শক্তি চক্রবর্তী	আর.এম.ও	০১.০২.১৯৮৬	সি.পি.এফ (৩১.১০.২০১৪ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত)
১২	ডঃঅশোক কুমার মন্ডল	আর.এম.ও	০১.০৫.১৯৮৬	সি.পি.এফ (৩০.১১.২০১৬ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত)
১৩	ডঃ চন্দনা ঘোষাল	আর.এম.ও	০১.০৪.১৯৯১	
১৪	ডঃ শক্তি লাল চৌধুরী	আর.এম.ও	০১.০৬.১৯৯৮	৩১.০৮.২০১৫ (অবসরপ্রাপ্ত)
১৫	শ্রীমতী বর্ণালী মালাকার, প্রয়াত ডাঃ সমীর মালাকারের স্ত্রী	আর.এম.ও	০৩.০৫.১৯৯৩	আদালতের আদেশ অনুযায়ী পেনশন পেয়ে, ডঃ মালাকার ৩১.০৫.২০১৪ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন।
১৬	ডঃ দেব রঞ্জন বিশ্বাস	আর.এম.ও	০২.০৫.১৯৮৩	আদালতের আদেশ অনুযায়ী পেনশন পেয়েছেন, ডাঃ বিশ্বাস ও তার স্ত্রী এখন মৃত।
১৭	অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	এম.ও (প্যাথলজিকাল বিভাগ)	০২.০১.১৯৭৫	৩১.১০.২০০২ তারিখে অবসর গ্রহণ পেনশন পাওয়া
১৮	দিলীপ কুমার সাধু	এম.ও	০১.১২.১৯৭২	৩০.০৬.২০০৫ তারিখে অবসর গ্রহণ পেনশন পাওয়া

৭ (খ) 7(খ) আমি বলছি যে দম দম পৌর বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের আবাসিক মেডিকেল অফিসারদের নাম যা ১৪.১২.২০২২ তারিখে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মাননীয় আদালতে পেশ করা হয়েছে:-

নং	দমদম পৌরসভার সভার সমাধানের তারিখ/নিয়োগের তারিখ	মেডিকেল অফিসার/আবাসিক মেডিকেল অফিসারের নাম।
১	১৮.০৩.১৯৯১	ডঃ চন্দন ভট্টাচার্য (ঘোষাল)
২	০১.০৭.১৯৯১	ডঃ অমিতেশ সরকার
৩	১৩.০৮.১৯৯৩	ডঃ বিধান চন্দ্র মন্ডল
৪	১২.০১.১৯৯৪	ডাঃ সুখেন্দু ভৌমিক
৫	২৬.০২.১৯৯৪	ডাঃ রফিকুল হাসান
৬	২৬.০২.১৯৯৪	ডাঃনিত্য গোপাল বিশ্বাস
৭	৩১.১০.১৯৯৪	ডাঃঅম্লান কান্তি মজুমদার
৮	২৯.০৪.১৯৯৭	ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (ডেন্টাল সার্জন)
৯	০২.০৬.১৯৯৮	ডাঃশক্তি লাল চৌধুরী
১০	৩১.০৮.১৯৯৮	ডাঃঅসিত রঞ্জন কুন্ডু
১১	৩১.০৮.১৯৯৮	ডাঃপ্রিয়দর্শী সরকার

৭ (গ) উপরোক্ত আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা/চিকিৎসা কর্মকর্তার নিয়োগপত্রের কপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং "সংযুক্তি-R/4" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৮. দমদম পৌরসভার প্রতিষ্ঠান ও হিসাব বিভাগে থাকা রেকর্ড যাচাই করার পর দেখা গেছে যে, ১৯৯৩ সালের আইনের ৫৩ ধারার উপ-ধারা ১-এ উল্লিখিত কর্মকর্তাদের অর্থের মধ্যে পড়েননি এমন নিম্নলিখিত কর্মকর্তা এবং/অথবা কর্মচারীদের দমদম পৌরসভার কাউন্সিলর বোর্ডের সভায় ১.০১.১৯৯৮ থেকে ৩১.০৮.১৯৯৮ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে নিযুক্ত করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	দমদম পৌরসভার কাউন্সিলর বোর্ডের সভার সিদ্ধান্তের তারিখ/নিয়োগের তারিখ	অফিস এবং/অথবা কর্মচারীদের পদমর্যাদার নাম
১	০২.০৬.১৯৯৮	ডঃ শক্তি লাল চৌধুরী
২	৩১.০৮.১৯৯৮	ডঃ অসিত রঞ্জন কুণ্ডু
৩	৩১.০৮.১৯৯৮	ডঃ প্রিয়দর্শী সরকার

২৩. আমরা দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বন্দ্বগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি।

২৪. এই মামলার একমাত্র বিষয় হলো, বিবাদী নং ১/রিট আবেদনকারী পেনশন সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কিনা। আপিলকারীরা বলছেন যে বিবাদী নং ১ কে অনুমোদিত শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট পদে তাকে নিয়োগের জন্য পৌরসভা কর্তৃক রাজ্য সরকারের কোনও পূর্ব অনুমোদন নেওয়া হয়নি। বিবাদী নং ১ যুক্তি দেবেন যে তিনি ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশের আওতায় আছেন, যা ১৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশ দ্বারা সংশোধিত। অতএব, তার নিয়োগের জন্য কার্যত পরবর্তী অনুমোদন রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে, বিবাদী নং ১ দাবি করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা ৩ এবং ৪ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পৌরসভা কর্তৃক সৃষ্ট তিনটি পদের একটিতে তাকে পৌরসভা কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়েছিল। যেহেতু, বিবাদী নং ১ এর নিয়োগের বছরের ঠিক আগের বছরে কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ছিল ৩৪১, যা ৩৪১ এর ১% এর বেশি নয়, তাই ১৯৯৩ সালের আইনের ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা ৪ এর অধীনে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন ছিল না কারণ এটি ২০০২ সালে সংশোধিত হওয়ার আগে ছিল।

২৫. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান উকিলের এই যুক্তির সঙ্গে একমত যে, ১৯শে আগস্ট, ২০০৯-এর সরকারি আদেশ দ্বারা সংশোধিত ৭ই মে, ২০০৯-এর সরকারি আদেশের আওতায় ১ নম্বর উত্তরদাতা নেই এবং তিনি উক্ত সরকারি আদেশের সুবিধা নেওয়ার অধিকারী নন। যদিও বিদ্বান একক বিচারক রিট পিটিশনটি এই ভিত্তিতে মঞ্জুর করেছিলেন যে, ১৯শে আগস্ট, ২০০৯-এর সরকারি আদেশ দ্বারা সংশোধিত ৭ই মে, ২০০৯-এর সরকারি আদেশ এখানে ১ নম্বর উত্তরদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আমরা সেই বিষয়ে শিক্ষিত একক বিচারকের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

২৬. ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশে, পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সংস্থাগুলির পরিচালককে ৩৮০-৯১০/- টাকা বেতন স্কেলে নিযুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যা সংশোধন করে ৪,০০০-৮,৮৫০/- টাকা এবং তার নিচে করা হয়েছিল। ৩৮০-৯১০/- টাকার বেতন স্কেলে ছিল পূর্ব-সংশোধিত স্কেল অর্থাৎ বেতন সংশোধনের আগে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য স্কেল। বেতন সংশোধনের পর, ৩৮০-৯১০/- টাকা বেতন স্কেলে বেতন গ্রহণকারী কর্মচারীরা ৪,০০০-৮,৮৫০ টাকা বেতন স্কেলে বেতন গ্রহণ শুরু করেছিলেন। ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশে "সংশোধিত হওয়ার পর থেকে ৪,০০০-৮,৮৫০ টাকা এবং" শব্দের পরে "নীচে" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অর্থাৎ, সরকার এই আদেশের সুবিধা ৪০০০-৮৮৫০/- টাকার কম বেতন স্কেলের কর্মচারীদের জন্যও প্রসারিত করতে চেয়েছিল। অতএব, ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশ অনুসারে, বিবাদী নং ১/রিট আবেদনকারী, যিনি ২,২০০ – ৪,০০০/- টাকার বেতন স্কেলে ছিলেন (সংশোধিত) তিনি উক্ত সরকারি আদেশের অধীনে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হতেন।

২৭. কিন্তু ১৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশ জারি করে, ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশে উল্লেখিত 'নীচে' শব্দটি মুছে ফেলা হয়েছে। এর ফলে ৩৮০-৯১০/- (পূর্ব সংশোধিত) অথবা ৪,০০০-৮,৮৫০/- (সংশোধিত) টাকার কম বেতনের স্কেলে কর্মচারীদের নিয়োগ বা পদোন্নতির পরবর্তী অনুমোদনের সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অন্য কথায়, ১৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশের মাধ্যমে, ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশের অধীনে সুবিধা কেবলমাত্র সেই কর্মচারীদের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়েছে যারা ৩৮০-৯১০/- (পূর্ব সংশোধিত) অথবা ৪,০০০/- – ৮,৮৫০/- (সংশোধিত) টাকার কম বেতনের স্কেলে ছিলেন এবং এর নিচে নন। যেহেতু বিবাদী নং ১/রিট আবেদনকারীর বেতন স্কেল ২,২০০ - ৪,০০০/- টাকা কম ছিল, তাই তিনি ১৯ আগস্ট, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশ দ্বারা সংশোধিত ৭ মে, ২০০৯ তারিখের সরকারি আদেশের সুবিধা দাবি করতে পারেননি। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, প্রাসঙ্গিক বেতন সংশোধনের আগে, ২২০০ - ৪০০০/- টাকার সংশ্লিষ্ট বেতন স্কেল অবশ্যই ৩৮০-৯১০/- টাকা বেতন স্কেলের চেয়ে কম ছিল।

২৮. তবে, আমাদের দ্বারা প্রস্তাবিত বিকল্প যুক্তিটি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবাদী নং ১/রিট আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল।

২৯. পৌরসভা কর্তৃক দাখিল করা হলফনামা থেকে, যে প্রাসঙ্গিক অংশটি উপরে বের করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাই যে ১৯৯৮ সালের ১ জুলাই, অর্থাৎ যে বছরে ১ নম্বর উত্তরদাতা নিয়োগ করা হয়েছিল তার ঠিক আগের বছর দমদম পৌরসভায় ৩৪১টি অনুমোদিত পদ ছিল।

১৯৯৩ সালের আইনের ৫৩ ধারার ৪ নং উপধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরবর্তী বছরে মাত্র ৩টি পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল। ৩৪১ এর ১% হল ৩.৪১। অতএব, ১৯৯৩ সালের আইনের ৫৩ ধারার ৪ নং অসংশোধিত উপধারা অনুসারে, পৌরসভা রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়াই ৩.৪১টি পদ সৃষ্টি করতে পারত। যেহেতু পদের একটি অংশই সৃষ্টি করতে অক্ষম, তাই যুক্তিসঙ্গত উপসংহার হল যে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়াই পৌরসভা সর্বোচ্চ ৩টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারত। পৌরসভার হলফনামা থেকে আমরা দেখতে পাই যে ০১.০১.১৯৯৮ থেকে ৩১.০৮.১৯৯৮ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, ১৯৯৩ সালের আইনের ৫৩(১) ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তাদের অর্থের মধ্যে পড়েননি এমন মাত্র ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উক্ত আইনের ৫৩(৪) ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা হলেন ডঃ শক্তিলাল চৌধুরী (রিট আবেদনকারী), ডঃ অসিত রঞ্জন কুণ্ডু এবং ডঃ প্রিয়দর্শী সরকার।

৩০. উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রতিবাদী নং ১/রিট আবেদনকারীকে ১৯৯৩ সালের আইনের ৫৩ (৪) ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পৌরসভা বৈধভাবে নিয়োগ করেছিল কারণ সেই ধারাটি ২০০২ সালের সংশোধনীর আগে ছিল। অতএব, রিট আবেদনকারীকে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন ছিল না বা তাকে পেনশন সংক্রান্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। রিট আবেদনকারীকে অনুমোদিত শূন্য পদে নিয়োগের প্রশ্নও উত্থাপিত হয় না কারণ যে পদে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল তা পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ করে বৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল ১৯৯৩ সালের আইন দ্বারা এটি প্রদত্ত।

৩১. তদনুসারে, আমরা বিদ্বান একক বিচারকের উপসংহারের সাথে একমত, যদিও আমরা তাঁর প্রভুত্বের যুক্তির সাথে একমত নই। তাই আমরা আপিলের অধীনে আদেশে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা আদেশের অপারেটিভ অংশকে নিশ্চিত করছি এবং বিজ্ঞ একক বিচারকের

আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতা নং ১/ রিট পিটিশনের পেনশনারি সুবিধাগুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপীলকারীদের নির্দেশ দিচ্ছি। যাইহোক, আমরা তা করার সময়কাল তারিখ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে বাড়িয়ে দিই।

৩২. আপিল এবং সংযুক্ত আবেদনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

৩৩. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণ সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

আমি একমত

(বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়) **(বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal